সংলাগ-১১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার অক্টোবর ১৫ ১৯৯১

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁতি সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১

ঢাকা, ১৩ ই অক্টোবর, ১৯৯১/২৭ শে আশ্বিন, ১৩৯৮

এস, আর, ও নং ৩১১-আইন/৯১ Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (LXIII) এর section 23-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ-

তাঁতি সমিতি বিধিমালা ,১৯৯১

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ।- এই বিধিমালা তাঁতি সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে ।

২। সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(ক) "চেয়ারম্যান" বলিতে বাংলাদেশ তাঁতী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(খ) "জাতীয় তাঁতি সমিতি" বলিতে এপেক্স উইবার্স সোসাইটিকে বুঝাইবে;

(গ) "তফসিল " বলিতে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিলকে বুঝাইবে;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

মোঃ ওয়াজেদ আলী
সহকারী ব্যবস্থাপক (এসসিআর)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
কাওরান বাজার, ঢাকা।

(ঘ) "তাঁত" বলিতে Bangladesh Handloom Board Ordinance.1977 এর section 2(c) তে বর্ণিত হ্যান্ডলুমকে বুঝাইবে;

(ঙ) "তাঁত বোর্ড" বলিতে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ডকে বুঝাইবে;

(চ) "তাঁতি" বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির তাঁতে কাজ করে;

(ছ) "তাঁতি সমিতি" Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 এর অধীনে নিবন্ধনকৃত সমিতিকে বুঝাইবে;

(জ) "প্রাথমিক তাঁতি সমিতি" বলিতে প্রাইমারী উইভার্স সোসাইটিকে বুঝাইবে;

(ঝ) "মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি" বলিতে সেকেন্ডারী উইভার্স সোসাইটিকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমিতি গঠন

৩। তাঁতী সমিতির প্রকার — (১) তাঁতী সমিতি তিন প্রকারের হইবে, যথাঃ- প্রাথমিক,মাধ্যমিক ও জাতীয় তাঁতী সমিতি।

(২) প্রাথমিক তাঁতী সমিতি। (ক) ১৮ ও তদূর্ধ্ব বয়সের কমপক্ষে ১০ জন তাঁতি লইয়া প্রাথমিক তাঁতি সমিতি গঠত হইবে। এক পরিবার হইতে মাত্র একজন তাঁতি সমিতির সদস্য হইবে।

ব্যাখ্যা — পরিবার বলিতে ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স ভিন্নভাবে প্রদান করে এই-রুপ পরিবার অথবা একান্নবর্তী পরিবারের সকল সদস্যকে বুঝাইবে।

(খ) সাধরণতঃ একটি ইউনিয়নে একাধিক প্রাথমিক তাঁতি সমিতি গঠন করা যাইবে না। তবে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুমতিক্রমে তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ওয়ার্ডভিত্তিক প্রাথমিক তাঁতি সমিতি গঠন করা যাইবে।

(গ) একাধিক ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন লইয়া একটি প্রাথমিক তাঁতি সমিতি গঠন করা যাইবে।

(৩) মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি। -(ক) কমপক্ষে দশটি প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সমন্বয় একটি মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি গঠিত হইবে।

(খ) এক উপজেলায় একাধিক মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি গঠন করা যাইবে না।

(গ) একাধিক উপজেলা লইয়া একটি মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি গঠন করা যাইবে ।

(৪) জাতীয় তাঁতি সমিতি। -জাতীয় পর্যায়ে একটিমাত্র তাঁতি সমিতি থাকিবে। মাধ্যমিক তাঁতি সমিতিসমূহের সমন্বয়ে জাতীয় তাঁতি সমিতি গঠিত হইবে। জাতীয় সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

৪। উপ-বিধি । --- (১) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭ এর অধীনে প্রণীত তাঁতি সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ মোতাবেক তাঁতি সমিতি গঠন ও পরিচালনার জন্য সমিতির উদ্যোক্তগণ কর্তৃক প্রণীত গঠনতন্ত্রই উপ-বিধি হিসাবে পরিগণিত হইবে ।

(২) প্রতিটি সমিতির একটি করিয়া উপ-বিধি চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হইতে হইবে। সমিতি নিবন্ধন করার জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে --

(ক) সমিতির নাম ও নিবন্ধনকৃত ঠিকানা ।

(খ) সমিতির কার্যকরী এলাকা;

(গ) যে সকল উদ্দেশ্যে সমিতি গঠিত হইবে এবং যে খাতে এর তহবিল নিয়োগ করা হইবে তাহার বিবরণ;

(ঘ) সদস্য পদের অধিকার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও সদস্য ভর্তি করার শর্তাবলী;

(ঙ) সদস্য পদের অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ;

(চ) সমিতির মূলধন সংগ্রহের উৎস ও পদ্ধতি;

(ছ) সমিতির পরিচালক ও কর্মকর্তাগণের নিযুক্তি ও অপসারণ পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ;

(জ) বিভিন্ন সভা আহবান ও পরিচালনা পদ্ধতি এবং ভোট প্রদানের অধিকার ও উহার প্রয়োগ পদ্ধতি;

(ঝ) সমিতির সাধারণ কার্য পরিচালনা পদ্ধতি;

(ঞ) লাভ বণ্টন পদ্ধতি;

(ট) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক দায়িত্বভার হস্তান্তরকরণ পদ্ধতি ।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও প্রত্যেক সমিতিকে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে --

(ক) সদস্যপদ প্রত্যাহার, অপসারণ ও বিতরণ এবং কোন সদস্যের প্রতি যদি কিছু দেয়া থাকে তা প্রদান;

(খ) সদস্যের শেয়ার অথবা স্বত্ব হস্তান্তর;

(গ) সাধারণ সভার আহবান ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং ইহার ক্ষমতা;

(ঘ) বিভিন্ন কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য;

(ঙ) সমিতির পক্ষে দলিলাদি স্বাক্ষেরের জন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে;

৪। উপ-বিধি।—(১) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭ এর অধীন প্রণীত তাঁতী সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ মোতাবেক তাঁতী সমিতি গঠন ও পরিচালনার জন্য সমিতির উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক প্রণীত গঠনতন্ত্রই উপ-বিধি হিসাবে পরিগণিত হইবে।

(২) প্রতিটি সমিতির একটি করিয়া উপ-বিধি থাকিবে। এই উপ-বিধি চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হইতে হইবে। সমিতি নিবন্ধন করার জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে—

(ক) সমিতির নাম ও নিবন্ধনকৃত ঠিকানা;

(খ) সমিতির কার্যকরী এলাকা;

(গ) যে সকল উদ্দেশ্যে সমিতি গঠিত হইবে এবং যে খাতে এর তহবিল নিয়োগ করা হইবে তাহার বিবরণ;

(ঘ) সদস্য পদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও সদস্য ভর্তি করার শর্তাবলী;

(ঙ) সদস্য পদের অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ;

(চ) সমিতির মূলধন সংগ্রহের উৎস ও পদ্ধতি;

(ছ) সমিতির পরিচালক ও কর্মকর্তাগণের নিযুক্তি ও অপসারণ পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ;

(জ) বিভিন্ন সভা আহবান ও পরিচালনা পদ্ধতি এবং ভোট প্রদানের অধিকার ও উহার প্রয়োগ পদ্ধতি;

(ঝ) সমিতির সাধারণ কার্য পরিচালনা পদ্ধতি;

(ঞ) লাভ বন্টন পদ্ধতি;

(ট) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক দায়িত্বভার হস্তান্তরকরণ পদ্ধতি।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও প্রত্যেক সমিতিকে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে—

(ক) সদস্যপদ প্রত্যাহার, অপসারণ ও বিতাড়ন এবং কোন সদস্যের প্রতি যদি কিছু দেয় থাকে তা প্রদান;

(খ) সদস্যের শেয়ার অথবা স্বত্ব হস্তান্তর;

(গ) সাধারণ সভার আহবান ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং ইহার ক্ষমতা;

(ঘ) বিভিন্ন কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য;

(ঙ) সমিতির পক্ষে দলিলাদি স্বাক্ষরের জন্য কোন্ কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে;

(চ) সদস্য কর্তৃক সমিতির খাতা-পত্র পরিদর্শন;

(ছ) জনসাধারণ কর্তৃক সমিতির খাতা পরিদর্শন এবং সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহের শর্তাদি;

(জ) ব্যবসার বাইরে তহবিল নিয়োগ ও হেফাজতের পদ্ধতি;

(ঝ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি;

(ঞ) বিরোধ নিষ্পত্তি;

(ট) সংরক্ষিত তহবিল গঠন ও তাহার ব্যবহার এবং লভ্যাংশের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ;

(ঠ) উপ-বিধিমালা প্রণয়ন, পরিবর্তন ও রদবদল করার পদ্ধতি;

(ড) নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি;

(ঢ) ঋণদান সমিতিতে ঋণ মঞ্জুরের শর্তাবলী. সদস্যদের সর্বোচ্চ ও স্বাভাবিক ঋণ গ্রহণযোগ্যতা এবং একজন সদস্যের ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ;

(ণ) ঋণের সুদের হার নির্দ্ধারণ;

(ত) কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণ মঞ্জুর করা যাইতে পারে তা নির্ধারণ;

(থ) ঋণ পরিশোধের জন্য জামানত নির্ধারণ;

(দ) ঋণ আদায় ও পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারণ;

(ধ) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বর্ধিতকরণ এবং ঋণ নবায়ন;

(ন) সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা করিবার অভ্যাস গঠনের উৎসাহ প্রদান।

(৪) সমিতির কার্যাবলী ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়াদিসহ অন্যান্য বিষয়েও উপ-বিধি প্রণয়ন করা যাইবে—

(ক) সদস্যদের জরিমানা ও দণ্ড আরোপ, দেয় টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তাহার পরিণতি;

(খ) আভ্যন্তরীণ তদারক এবং হিসাবাদি নিরীক্ষণ;

(গ) সদস্যগণকে উপ-বিধি ও বাৎসরিক উদ্বৃত্ত পত্রের অনুলিপি সরবরাহকরণ;

৫। তাঁতী সমিতির উপ-বিধি সংশোধন।—(১) কোন তাঁতী সমিতির উপ-বিধি নিবন্ধনকৃত হওয়ার পর প্রয়োজনবোধে উক্ত সমিতির সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে তাহা আংশিক পরিবর্তন করতঃ সংশোধন করা যাইবে অথবা সম্পূর্ণ বাতিল করতঃ নতুন উপ-বিধি প্রণয়ন করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি সংশোধনের কোন প্রস্তাব বৈধ হইবে না, যদি না এই মর্মে আহুত সাধারণ সভায় সমিতির অন্তত ১/২ অংশ অর্থাৎ অর্ধেক সদস্য (সাধারণ সভার নোটিশ প্রদানের তারিখে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার) উপস্থিত না হয় এবং উপস্থিত সদস্যদের ২/৩ অংশ ভোট প্রস্তাবের পক্ষে প্রদত্ত না হয়।

(৩) বিশেষ ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক পাশকৃত, কিন্তু সমিতির মোট সদস্যের অর্ধাংশের কম সদস্যের উপস্থিতিতে গৃহীত সংশোধন প্রস্তাব লিখিত কারণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সন্তুষ্ট হওয়া সাপেক্ষে নিবন্ধন করা যাইবে ঃ

(ক) সমিতির পক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার ২/৩ অংশ সাধারণ সভায় উপস্থিত করানো সম্ভব না হওয়া;

(খ) সমিতির স্বার্থে সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে;

(গ) সংশোধনী প্রস্তাবটি উপস্থিত সদস্যদের ২/৩ অংশ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

(৪) সমিতির উপ-বিধি সংশোধনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন অথবা পরিবর্তিত উপ-বিধি নিবন্ধনের জন্যে কিংবা বলবৎ উপ-বিধি বাতিলের জন্যে নিয়মাবলীর তফসিলে প্রদত্ত ফরমে সম্পাদক ও তিনজন পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রের মাধ্যমে চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধির নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

(৫) আবেদন পত্রে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রদর্শন করিতে হইবে ঃ—

(ক) যে সাধারণ সভায় সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে তাহার তারিখ;

(খ) সাধারণ সভার নোটিশ প্রদানের তারিখে সমিতির সদস্য, তালিকা বহি মোতাবেক মোট সদস্য সংখ্যা;

(গ) সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা; এবং

(ঘ) সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দানকারী সদস্যের সংখ্যা।

(৬) নতুন বা পরিবর্তিত উপ-বিধির দুই প্রস্ত অনুলিপি, বাতিল করার ক্ষেত্রে বাতিল-করণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের দুই প্রস্ত অনুলিপি এবং সমিতি যদি কোন অর্থ সরবরাহকারী ব্যাংকের সদস্য হয়, তবে সেক্ষেত্রে সংশোধিত উপ-বিধি অথবা সিদ্ধান্তের তৃতীয় প্রস্ত

কাম্যনাশীষ দ
মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
কাওরান বাজার, ঢাকা।

(৭) চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক সংশোধিত উপ-বিধি নিবন্ধনের পর নতুন উপ-বিধি কিংবা সংশোধিত উপ-বিধির এক প্রস্ত অনুলিপি তাঁহার অফিসে রাখিবেন এবং তফসিলে প্রদত্ত ফরমে নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রত্যায়ন পত্রসহ অপর অনুলিপি সমিতির নিকট প্রেরণ করিবেন। যদি সমিতিটি অন্য কোন অর্থ সরবরাহকারী সমিতি বা ব্যাংকের সদস্য হয় তবে চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি অপর এক প্রস্ত অনুলিপি ঐ সমিতি বা ব্যাংকের নিকট পাঠাইবেন।

(৮) চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি যেই ক্ষেত্রে সংশোধিত উপ-বিধি নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করেন সেই ক্ষেত্রে উহার কারণ উল্লেখসহ তাঁহার সিদ্ধান্ত সমিতিকে জানাইয়া দিবেন।

৬। **অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক্রমে উপ-বিধি সংশোধন।**—(১) যখন কোন ঋণ গ্রহীতা সমিতির সংশ্লিষ্ট অর্থ সরবরাহকারী ব্যাংক বা সমিতি ঋণী সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে ইহার উপ-বিধি সংশোধন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখন উক্ত অর্থ সরবরাহকারী ব্যাংক তদীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সমিতিটিকে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার উপ-বিধি সংশোধন করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারেঃ

(ক) সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন সংক্রান্ত;

(খ) তহবিল বিনিয়োগ সংক্রান্ত; এবং

(গ) বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় সংক্রান্ত।

(২) অর্থ সরবরাহকারী ব্যাংক বা সমিতি রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে সমিতির নিকট নিম্নোক্ত বিষয়াদি পাঠাইবে ঃ

(ক) উপ-বিধির যে যে ধারা ও/বা উপ-ধারা বা ধারা/উপ-ধারার কোন অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব করা হইতেছে তাহার এক প্রস্ত অনুলিপি;

(খ) সংশোধন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের এক প্রস্ত অনুলিপি।

(৩) উপ-বিধি সংশোধন করিবার নির্দেশ প্রাপ্তির পর সমিতি ১৩ নং বিধি মোতাবেক (উপ-বিধি সংশোধনের প্রয়োজনীয়) ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাস বা অর্থ সরবরাহকারী ব্যাংক বা সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত আরও অধিক সময়ের মধ্যে সমিতি যদি—

(ক) উপ-বিধি সংশোধন করিতে ব্যর্থ হয়; অথবা

(খ) উহা সংশোধনের আপত্তি দাখিল করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহকারী ব্যাংক উক্ত সমিতির পেশকৃত আপত্তি বিবেচনা করতঃ হয় উপ-বিধি সংশোধনের নির্দেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে অথবা সমিতি

কর্তৃক দাখিলকৃত আপত্তি গ্রহণযোগ্য না হইলে উহার উপর মন্তব্য প্রদান করতঃ সংশোধনী প্রস্তাবটি নিবন্ধন করিবার জন্য চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট পাঠাইতে পারে।

(৫) নিবন্ধনকৃত সংশোধিত উপ-বিধির এক প্রস্ত অনুলিপি নিবন্ধন সনদ পত্রসহ রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে সমিতির নিকট পাঠাইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সংশোধনী যথাযথ নিবন্ধন করা হইয়াছে মর্মে উক্ত সার্টিফিকেট চূড়ান্ত দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। সমিতি গঠনের শর্তাবলী।—তাঁতী সমিতি গঠনে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) একটি প্রাথমিক সমিতি গঠন করিতে হইলে কমপক্ষে ১০ জন প্রাপ্ত বয়স্ক তাঁতী এর সদস্য হইতে হইবে এবং সদস্যদিগকে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য এমন কোন ব্যক্তি সদস্য হইতে চাহিলে তাহাকে সদস্য হওয়া হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না;

(গ) একই ব্যক্তি একই পেশা বা একই শ্রেণীর একাধিক সমিতির সদস্য হইতে পারিবে না; শুধুমাত্র তাঁত পেশায় জড়িত যে কোন ব্যক্তি তাঁতী সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন;

(ঘ) প্রত্যেক সদস্যের বয়স ১৮ বছর বা ততোধিক হইতে হইবে। যদি ১৮ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তি সমিতির সদস্য হইতে চায়, তবে তাহার আইন-গত অভিভাবককে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, উপরোক্ত ব্যক্তিকে সদস্য করা হইলে সমিতির প্রতি এ সদস্যের দায়-দায়িত্ব সে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অভিভাবক পালন, পরিশোধ বা বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন। অভিভাবক কর্তৃক ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন সদস্য পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে ঐ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে সদস্য করা যাইবে। তবে তাহাকে সহযোগী সদস্য বলা হইবে। ভোট দানের অধিকার ব্যতীত অন্য সব সুযোগ-সুবিধা সে পাইবে;

(ঙ) সদস্যগণকে একই উপজেলা, ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের বাসিন্দা হইতে হইবে, অর্থাৎ সমিতির নির্ধারিত এলাকার বাসিন্দা হইতে হইবে;

(চ) প্রত্যেক সদস্যকে অন্ততঃ কমপক্ষে একটি শেয়ার খরিদ করিবার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় নির্দেশিত অর্থ সমিতির একাউন্টে জমা দিতে হইবে;

(ছ) সমিতি নিবন্ধনের আবেদনপত্র স্বাক্ষরকারী কোন ব্যক্তি যদি সমিতি নিবন্ধনকৃত হওয়ার অন্ততঃ ২ মাসের মধ্যে একটি শেয়ার খরিদ না করেন, তাহা হইলে তিনি আর উক্ত সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন না;

(জ) যে ব্যক্তি উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করিতে ব্যর্থ হইবেন, কিংবা যেই ব্যক্তি উক্ত শর্তসমূহের আওতায় পড়েন না তিনি সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন না;

(ঝ) সমিতির দায়-দায়িত্ব সদস্যগণের ইচ্ছানুযায়ী সসীম বা অসীম হইতে পারিবে।

৮। সমিতি গঠনের প্রক্রিয়া।—তাঁতী সমিতি গঠনে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) কোন নির্দিষ্ট ওয়ার্ড, গ্রাম, ইউনিয়ন, শহর অথবা এলাকার উৎসাহী স্থায়ী জনগণের একটি সভা আহবান করিতে হইবে। উক্ত সভাকে সাংগঠনিক সভা বলা হইবে,

(খ) উক্ত সভায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সম্যক বিশ্লেষণ করিতে হইবে;

(গ) সমিতি গঠনে সম্মত তাঁতীদের সম্মতিক্রমে একটি তাঁতী সমিতি গঠনের প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে;

(ঘ) সমিতির একটি কার্য-এলাকা নির্ধারণ করিতে হইবে;

(ঙ) প্রস্তাবিত সমিতির নামকরণ ও ইহার জন্যে একটি উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে;

(চ) তিন প্রস্ত উপ-বিধিতে কমপক্ষে ১০ জন সদস্যকে স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে;

(ছ) প্রত্যেক সদস্যকে নির্ধারিত হারে ভর্তির ফিস প্রদান করিতে হইবে;

(জ) প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট হারে সাপ্তাহিক বা মাসিক সঞ্চয় আমানত জমা দেওয়ার অংগীকার করিতে হইবে;

(ঝ) সমিতি পরিচালনার জন্যে কমপক্ষে ৬, ৯ কিংবা ১২ সদস্যের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

৯। সমিতির সংগঠনের ব্যাপারে বোর্ডের এস, সি, আর শাখার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাঁতী সমিতির বিধিমালা মোতাবেক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমিতি নিবন্ধন

১০। নিবন্ধনের জন্য আবেদন।—সমিতি নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট সমিতি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

১১। নিবন্ধন প্রক্রিয়া।—সমিতি নিবন্ধন করিতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে ঃ—

(ক) সমিতির সংগঠকদের একটি সভায় মিলিত হইয়া সমিতি গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের ২(দুই) প্রস্ত অনুলিপি আবেদনপত্রের সহিত সংযোজন করিতে হইবে। উক্ত সভায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য কাগজপত্র দাখিল করিতে ৩(তিন) জন সদস্যকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবিত সমিতির ৩(তিন) কপি উপ-বিধি যথাযথভাবে স্বাক্ষরের পর আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে;

(গ) মাধ্যমিক সমিতি ও জাতীয় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে সমিতির পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ অন্যান্য কাগজ-পত্র বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১২। সমিতি নিবন্ধনের পদক্ষেপ।—(১) সমিতি নিবন্ধনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি বিবেচনা করিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে ঃ—

(ক) কোন সমিতি ১০ জনের কম প্রাপ্তবয়স্ক লোক দ্বারা গঠিত হইলে তাহা নিবন্ধন করা হইবে না;

(খ) চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি প্রস্তাবিত সমিতির দাখিলকৃত যাবতীয় সাংগঠনিক কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে—

(অ) সেইগুলি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড অধ্যাদেশ ও নিয়মাবলী মোতাবেক প্রস্তুত করা হইয়াছে কি না;

(আ) সমিতিটি অধ্যাদেশে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে গঠিত হইয়াছে কি না;

(ই) সমিতিটি যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে বা হইবে কি না;

(ঈ) সমিতির আয়ের উৎস কি, আগামী ২(দুই) বৎসর পর্যন্ত সমিতিটি নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া চলিতে পারিবে কি না;

(উ) প্রস্তাবিত সমিতির উপ-বিধিতে বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হইয়াছে কি না, বিধি অনুযায়ী প্রতিনিধিত্ব রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি না; যদি তাহা না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সমিতিটি নিবন্ধন করা যাইবে না।

(২) সমিতির দাখিলকৃত কাগজপত্র অধ্যাদেশ ও নিয়মাবলী মোতাবেক যথাযথ ও সন্তোষজনক হইলে অনূর্ধ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সমিতিটি নিবন্ধন করিতে হইবে।

(৪) সমিতির কাগজপত্র সংশোধনপূর্বক পুনঃনিবন্ধনের জন্য দাখিল করা হইলে তাহা ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিবন্ধন করিতে হইবে।

(৫) নিবন্ধনের পর চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সমিতিকে এক প্রস্ত নিবন্ধন সনদপত্র ও এক প্রস্ত উপ-বিধি প্রদান ও সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক সমিতিতে ঐগুলির ১(এক) প্রস্ত করিয়া প্রেরণ এবং নিজ অফিসে ঐগুলির ১(এক) কপি করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট সমিতি নিবন্ধনকৃত বা তালিকাভুক্ত হওয়ার চূড়ান্ত দলিল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১৩। সমিতি নিবন্ধনের দায়-দায়িত্ব।—তাঁতী সমিতিসমূহের নিবন্ধনের সার্বিক দায়-দায়িত্ব চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত থাকিবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জাতীয় সমিতির নিবন্ধনের দায়-দায়িত্ব নিম্নরূপভাবে অর্পণ করা যাইবে ঃ—

(ক) প্রাথমিক তাঁতী সমিতি।—চেয়ারম্যানের পক্ষে মহা-ব্যবস্থাপক (সমিতি, ঋণ ও আদায়);

(খ) মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি—চেয়ারম্যান এর পক্ষে সদস্য (এসএণ্ডএম) বা অন্য কোন মনোনীত প্রতিনিধি;

(গ) জাতীয় তাঁতী সমিতি।—চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমিতির সদস্য ও সমিতির দায়-দায়িত্ব

১৪। প্রাথমিক সমিতির সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা—

(ক) কমপক্ষে একটি তাঁতের অধিকারী হওয়া অথবা তাঁত সম্পর্কীয় যে কোন কাজে নিয়োজিত থাকা;

(খ) অন্যূন আঠার বছর বয়স্ক হওয়া;

(গ) একই শহর, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড তথা নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দা হওয়া;

(ঘ) অন্যূন সমিতির একটি শেয়ার খরিদ করা;

(ঙ) সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সহিত একমত পোষণ করা;

(চ) সমিতির নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিবার অংগীকার করা;

(ছ) নির্ধারিত ভর্তির ফিস প্রদান করা;

(জ) পাগল, মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন, আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ২ বৎসর সময় পর্যন্ত ও দেউলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হইতে পারিবে না।

১৫। সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য।—সমিতির প্রত্যেক সদস্য নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ পালন করিবে :—

(ক) নিয়মিত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বা মাসিক সভায় যোগদান করা,

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করা,

(গ) নিয়মিত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বা মাসিক সভায় আমানত জমা দেওয়া,

(ঘ) সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজকর্ম সম্পাদনে সহযোগিতা করা ;

(ঙ) লেনদেনের প্রমাণ পত্র গ্রহণ ও যাচাই করা,

(চ) সমিতির রীতিনীতি অনুশীলন করা,

(ছ) সমিতির আইন-কানুন প্রতিপালন করা,

(জ) সমিতি হইতে গৃহীত ঋণ, অগ্রীম ও তাঁত শিল্প সম্পর্কিত দ্রব্যাদি যথাস্থানে ব্যবহার ও প্রয়োগ করা,

(ঝ) গৃহীত ঋণ, অগ্রীম বা দ্রব্যাদির মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ করা,

(ঞ) সমিতির স্বার্থ বিরোধী যে কোন কাজ প্রতিহত করা,

(ট) সমিতির কোন বিশেষ নির্দেশ প্রতিপালন করা,

(ঠ) সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা,

(ড) সমিতির সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

১৬। সদস্যের অধিকার।—সমিতির সদস্যের অধিকার নিম্নরূপ হইবে :—

(ক) সমিতি হইতে ঋণ, অগ্রিম ও তাঁত শিল্প সম্পর্কিত দ্রব্যাদি ইত্যাদি পাইবার অধিকার,

(খ) সমিতির বিভিন্ন সভায় বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার,

(গ) ব্যবস্থাপনা কমিটি/পরিচালনা কমিটির নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা,

(ঘ) সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট প্রদান করা,

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটি/পরিচালনা কমিটির সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা,

(চ) সমিতির মুনাফা হইতে ডিভিডেণ্ড ও লভ্যাংশ পাইবার অধিকার,

(ছ) আমানতের সুদ পাইবার অধিকার,

... দ্রব্যাদি লেন-দেনের জন্য প্রমাণ পত্র বা রশীদ পত্র

১৭। সদস্যপদ প্রত্যাহার, অপসারণ, হস্তান্তর ইত্যাদি।—কোন সদস্য কর্তৃক তাহার সদস্যপদ প্রত্যাহার এবং তাহার অপসারণের পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ ঃ—

(ক) সমিতির কোন সাধারণ সদস্য যদি সমিতিতে ঋণগ্রস্ত না হয়, কিংবা কোন সদস্যের ঋণের জামিনদার না হয়, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় তাহার সদস্যপদ প্রত্যাহার করিতে পারে; তবে তাহাকে এই ব্যাপারে একমাস পূর্বে সমিতির সম্পাদকের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(খ) সমিতির কোন সাধারণ সদস্যকে সমিতির সদস্য পদ হইতে অপসারিত কিংবা বিতাড়িত করা যাইবে; তবে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সমিতির উপ-বিধিতে বর্ণিত কারণসমূহের জন্যই এবং উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রকারেই উহা করা যাইবে।

(গ) সমিতির কোন সাধারণ সদস্য যদি উপ-বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ হইতে কোন যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি তাহাকে অপসারণ করিতে পারিবে।

(ঘ) সদস্যপদ কোন কারণেই হস্তান্তরযোগ্য নহে। কোন সদস্য মারা গেলে ঐ সদস্যপদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। সমিতির ঠিকানা।—(ক) প্রত্যেক সমিতির উপ-বিধিতে সমিতির প্রধান কার্যালয়ের স্থান, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকিতে হইবে।

(খ) সমিতির ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন করিতে হইলে উহা সমিতির কার্যকরী কমিটির রেজুলেশনের মাধ্যমে করিতে হইবে এবং উপ-বিধিতে সংযোজন করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে ঠিকানা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানকেও জানাইতে হইবে (যদি থাকে) এবং সাথে সাথে চেয়ারম্যান বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির রেকর্ডের জন্য তাঁহাকেও অবহিত করিতে হইবে।

১৯। সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারী।—সমিতি ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, যে সমিতির কার্যকরী মূলধন বা বাৎসরিক লেনদেন দশ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ সেই সমিতি নিম্নরূপ কর্মচারী নিয়োগদান করিতে পারিবেঃ—

(ক) একজন সম্পাদক;

(খ) একজন হিসাব রক্ষক; এবং

(গ) একজন কোষাধ্যক্ষ ;

বেতনভুক্ত কর্মচারী, সম্পাদক ইত্যাদি পদের যোগ্যতা সমিতির উপ-বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। সমিতির রেকর্ডপত্র।—প্রত্যেক সমিতিতে ইহার কার্যাবলী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত খাতাপত্র (উপ-বিধিতে যাহাই থাকুক) সংরক্ষণ করিতে হইবে ঃ—

(ক) সদস্য এবং তাহার প্রতিনিধির রেজিস্টার;

১৭। সদস্যপদ প্রত্যাহার, অপসারণ, হস্তান্তর ইত্যাদি।—কোন সদস্য কর্তৃক তাহার সদস্যপদ প্রত্যাহার এবং তাহার অপসারণের পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ ঃ—

(ক) সমিতির কোন সাধারণ সদস্য যদি সমিতিতে ঋণগ্রস্ত না হয়, কিংবা কোন সদস্যের ঋণের জামিনদার না হয়, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় তাহার সদস্যপদ প্রত্যাহার করিতে পারে; তবে তাহাকে এই ব্যাপারে একমাস পূর্বে সমিতির সম্পাদকের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(খ) সমিতির কোন সাধারণ সদস্যকে সমিতির সদস্য পদ হইতে অপসারিত কিংবা বিতাড়িত করা যাইবে; তবে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সমিতির উপ-বিধিতে বর্ণিত কারণসমূহের জন্যই এবং উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রকারেই উহা করা যাইবে।

(গ) সমিতির কোন সাধারণ সদস্য যদি উপ-বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ হইতে কোন যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি তাহাকে অপসারণ করিতে পারিবে।

(ঘ) সদস্যপদ কোন কারণেই হস্তান্তরযোগ্য নহে। কোন সদস্য মারা গেলে ঐ সদস্যপদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। সমিতির ঠিকানা।—(ক) প্রত্যেক সমিতির উপ-বিধিতে সমিতির প্রধান কার্যালয়ের স্থান, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকিতে হইবে।

(খ) সমিতির ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন করিতে হইলে উহা সমিতির কার্যকরী কমিটির রেজুলেশনের মাধ্যমে করিতে হইবে এবং উপ-বিধিতে সংযোজন করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে ঠিকানা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানকেও জানাইতে হইবে (যদি থাকে) এবং সাথে সাথে চেয়ারম্যান বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির রেকর্ডের জন্য তাঁহাকেও অবহিত করিতে হইবে।

১৯। সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারী।—সমিতি ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, যে সমিতির কার্যকরী মূলধন বা বাৎসরিক লেনদেন দশ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ সেই সমিতি নিম্নরূপ কর্মচারী নিয়োগদান করিতে পারিবেঃ—

(ক) একজন সম্পাদক;

(খ) একজন হিসাব রক্ষক; এবং

(গ) একজন কোষাধ্যক্ষ ;

বেতনভুক্ত কর্মচারী, সম্পাদক ইত্যাদি পদের যোগ্যতা সমিতির উপ-বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। সমিতির রেকর্ডপত্র।—প্রত্যেক সমিতিতে ইহার কার্যাবলী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত খাতাপত্র (উপ-বিধিতে যাহাই থাকুক) সংরক্ষণ করিতে হইবে ঃ—

(খ) পরিচালকগণের রেজিস্টার;

(গ) কার্যবিবরণী বই; এবং

(ঘ) চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক নির্ধারিত আনুষাংগিক অন্যান্য বহি।

২১। বার্ষিক প্রতিবেদন।—উপ-বিধি মোতাবেক প্রত্যেক অর্থ বৎসরান্তে প্রত্যেক সমিতিকে ইহার কর্মকাণ্ডের যাবতীয় হিসাব নিকাশের প্রতিবেদন এক মাসের মধ্যে অথবা চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমিতির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

২২। ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও উহার মেয়াদকাল।—

(১) (ক) প্রত্যেক তাঁতী সমিতির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড অধ্যাদেশ, বিধি ও উপ-বিধি মোতাবেক গঠিত একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(গ) এই নির্বাচিত কমিটির কার্যকালের মেয়াদ হইবে নির্বাচনোত্তর প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে দুই বৎসর এবং দুই বৎসর অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পর হইতে এই কমিটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতঃ নূতন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে হইবে;

(ঘ) ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত না হইলে সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি লিখিত আদেশবলে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ তিনি যতদিনের জন্য উপযুক্ত মনে করেন, সেই সময়ের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি এডহক কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবেন;

(ঙ) উক্ত এডহক কমিটি তাঁতী সমিতি নিয়মাবলী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) সদস্যের দেনা পরিশোধকরণ।—(ক) কোন সদস্য যদি তাহার সমিতিতে কিংবা অন্য কোন সমিতিতে কোন প্রকারের ঋণ, অগ্রিম কিংবা মালামালের মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হন অথবা যে কোন প্রকারের দেনাগ্রস্ত কিংবা কিস্তি খেলাপী হন, তাহা হইলে তিনি তাহার নিজের সমিতি অথবা সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক সমিতি কিংবা অন্য যে কোন সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের মেয়াদ দুই বৎসর পর শেষ হইয়া যাইবে। কোন সদস্যই একনাগারে তিনটি মেয়াদ অর্থাৎ ৬ বৎসরের বেশী নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না। সংশোধন করতে হবে।

(৩) শন্যপদ পূরণ।—ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠিত হইবার পর কোন শূন্য পদ সৃষ্টি হইলে কমিটির অবশিষ্ট সদস্যগণ সমিতির সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে কো-অপশনের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করিবেন।

(৪) কমিটির নির্বাচন ও সদস্য সংখ্যা।—(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। তবে একই ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক জাতীয় সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন না;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যূন ৬ জন ও সর্বোচ্চ ১২ জন অর্থাৎ উপ-বিধিতে যেভাবে নির্ধারিত থাকে, তাহার বেশী হইবে না। উক্ত সংখ্যা সর্বদা ত্রিবিভাজ্য হইবে অর্থাৎ কমিটির সদস্য সংখ্যা ৬, ৯ অথবা ১২ জন হইবে;

(গ) নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যে উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে;

(ঘ) ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত সভার কার্যবিবরণী ও নির্বাচনের ফলাফল যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চেয়ারম্যান এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঙ) সাময়িকভাবে কমিটির কোন শূন্যপদ সৃষ্টি হইলে ৩০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাহা সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে কো-অপশনের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

(৫) নির্বাচনের নোটিশ প্রদান।—নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক নির্বাচনের নোটিশ পরিষ্কার ৬০ দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্যের নিকট এবং চেয়ারম্যান অথবা তাঁহার প্রতিনিধির নিকট পাঠাইতে হইবে। নির্বাচনের নোটিশ শীর্ষ সমিতির ক্ষেত্রে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং মাধ্যমিক সমিতির ক্ষেত্রে স্থানীয় অথবা জাতীয় দনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে স্থানীয় অথবা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কিংবা ঢোল-শহরত দ্বারা ইহার ব্যাপক প্রচারণা দিতে হইবে। নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নোটিশ জারীর মেয়াদ ৬০ দিনের স্থলে চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিলে ১০ দিন কমাইয়া ৫০ দিন করিতে পারেন।

(৬) নির্বাচন কমিটি নিয়োগ।—সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার কার্যকালের মেয়াদ

অথবা সভাপতি নিয়োগ করিতে পারিবেন। নির্বাচন কমিটির কোন সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না। নির্বাচন কমিটির কোন সদস্য পদ শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি অবিলম্বে তাহা নিয়মানুযায়ী পূরণ করিবেন।

(৭) মনোনয়ন পত্র দাখিল, প্রত্যাহার, ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারণ।--(ক) নির্বাচন কমিটি নির্ধারিত ফরমে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন;

(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখ , সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন;

(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

(৮) মনোনয়নপত্র বাছাই, গ্রহণ ও প্রতীক বিতরণ।--(ক) নির্বাচন কমিটি নির্ধারীত তারিখ, সময় ও স্থানে প্রার্থী বা তার প্রতিনিধির সামনে মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন;

(খ) ত্রুটিমুক্ত মনোনয়নপত্রগুলি গ্রহণ করিবেন;

(গ) বৈধ প্রার্থীদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন;

(ঘ) প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বিতরণ করিবেন। একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক দাবী করিলে দাবীদার প্রার্থীদের সম্মুখে লটারীর মাধ্যমে কমিটি ইহার মিমাংসা করিবেন এবং লটারীর ফলাফল অনুযায়ী প্রতীক বিতরণ করিবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কি কি জিনিষ প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্ধারণ করিবেন।

(৯) মনোনয়নপত্র বাতিলকরণ।--নির্দিষ্ট তারিখে, সময়ে এবং স্থানে মনোনয়নপত্র বাছাইকালে যদি কোন প্রার্থীর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কিংবা কর্মকর্তা হওয়ার যোগ্যতা না থাকে অথবা মনোনয়নপত্র অসম্পূর্ণ থাকে অথবা নিয়মাবলী মোতাবেক নোনয়নপত্রের প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংযুক্ত করা না হইয়া থাকে, তবে নির্বাচন কমিটি উক্ত মনোনয়নপত্র নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন। কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র নাকচ করা হইলে তিনি তাহা বাছাই এর দুইদিনের মধ্যে পুনঃবিবেচনা করিবার জন্যে নির্বাচন কমিটির নিকট নাকচের বিরুদ্ধে পুর্নবিবেচনার আবেদন করিতে পারিবেন। নির্বাচন কমিটি উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) ভোটার তালিকা, ব্যালট পেপার, বাক্স ইত্যাদি বিতরণ।--নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন কমিটির নিকট এলাকাভিত্তিক সাধারণ সদস্যের তালিকা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স ও সীল সরবরাহ করিবেন। কোন এলাকায় যদি একজন মাত্র বৈধ প্রার্থী থাকে

এবং তাহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে, তবে নির্বাচন কমিটি তাহাকে নির্বাচিত বলে ঘোষনা করিবেন। আর যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী একাধিক হয়, তবে সে ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(১১) ভোটদান ও ভোট গ্রহণ পদ্ধতি।—ভোটদাতা সদস্যগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং কর্মকর্তা নির্বাচনে ভোট দিবেন। কোন সদস্য ভোট দিতে আসিলে পোলিং অফিসার তাহার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তাহাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট পেপার দিবেন। মাধ্যমিক অথবা জাতীয় সমিতির নির্বাচনকালে ভোটদাতা সদস্য যে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করিবেন সেই সমিতি কর্তৃক উক্ত ভোটদাতাকে ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্তের সত্যায়িত নকল এবং নিয়মাবলীতে প্রদত্ত তফসিলের ছক মোতাবেক তার পরিচয় পত্র নির্বাচন পরিচালনা কমিটিকে দেখাইতে হইবে এবং কমিটি তাহার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে তাহাকে ভোটদানের অনুমতি দিবেন। কোন ভোটারকে ভোটদান পত্র দেওয়ার পূর্বে ভোটার তালিকায় তাহার নামের পার্শ্বে ও ক্রমিক নম্বরে চিহ্ন দিতে হইবে। ভোটদান পত্রের পিছনে অর্থাৎ অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সীল দিতে হইবে এবং এর মুড়িপাতায় নির্বাচন কমিটির সদস্য বা পোলিং অফিসার অফিসিয়াল সীল দিবেন। ভোটদাতা সদস্য ভোটদান পত্রের পাতায় তাহার দস্তখত বা টিপসহি দিবেন। ভোট আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অফিসিয়াল সীলটি গোপন রাখিতে হইবে। ভোট প্রদানের নিয়ম পদ্ধতি না মানিলে কোন সদস্যকে ভোটদান পত্র দেওয়া যাইবে না। ভোটদাতা ভোটদান পত্র লইয়া ভোট প্রদানের গোপন জায়গায় গিয়া তাহার পছন্দসই প্রার্থীর প্রতীক চিহ্নের উপর সীল দিবেন। পরে তাহা নির্বাচন কমিটির সদস্য কিংবা পোলিং অফিসারের সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে ঢুকাইবেন। যদি ভোটদাতা অন্ধ কিংবা কারো সাহায্য ছাড়া ভোট দানে অক্ষম হয়, তাহা হইলে নির্বাচন কমিটি তাহাকে সহায়তা দানের জন্য তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দিবেন এবং উক্ত সদস্য সহায়কের সাহায্যে নিয়ম মোতাবেক ভোট প্রদান করিবেন।

(১২) ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা।—ভোট গ্রহণ শেষ হইলে নির্বাচন কমিটি ব্যালট বাক্স হইতে ভোট দান পত্রগুলি বাহির করিয়া গণনা করিবেন। গণনার সময় নষ্ট বা বাতিলকৃত কিংবা কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না এমন ভোটদান পত্রগুলি বৈধ ব্যালট পেপারগুলি থেকে পৃথক করিবেন। কোন ব্যালট পেপার বৈধ কি অবৈধ সেই সম্পর্কে নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। নির্বাচন কমিটির সভাপতি, প্রার্থীদের উপস্থিতিতে বৈধ ব্যালট পেপারগুলি গণনা করিবেন। কোন প্রার্থীর পক্ষে কত ভোট পড়িয়াছে তাহা পৃথকভাবে গুনিবেন এবং প্রয়োজনে সেগুলো পুনঃগণনা করিবেন। যে প্রার্থীর পক্ষে বেশী ভোট পড়িবে তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন। যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থীর পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়ে, তবে সভাপতি তাহাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করিবেন এবং লটারীতে যাহার নাম উঠিবে তাহাকেই নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বা কর্মকর্তা নির্বাচনে নির্বাচন কমিটির [illegible]

(১৩) নির্বাচন কমিটির কার্যাবলীর রেকর্ড সংরক্ষণ।—নির্বাচন কমিটি কর্তৃক উহার বিভিন্ন সভার একটি নিখুঁত ও ত্রুটিহীন কার্যবিবরণী সদস্যগণের স্বাক্ষরসহ একটি পৃথক বাঁধাই বহিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। ভোট গ্রহণ শেষ হইয়া গেলে সমস্ত মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপারের কাউন্টার ফয়েল, বৈধ, অবৈধ এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ অব্যাহৃত ব্যালট পেপার (যদি থাকে) এবং নির্বাচন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরিত নির্বাচনী ফলাফল, প্রসিডিং বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া পৃথকভাবে সীল গালা লাগাইয়া সংশ্লিষ্ট সমিতির সম্পাদক অথবা প্রধান কর্মকর্তার নিকট বুঝাইয়া দিবেন এবং ঐগুলি প্রাপ্তি স্বীকারোক্তি হিসাবে প্রসিডিং বহিতে তাহার স্বাক্ষরও গ্রহণ করিবেন।

২৩। সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।—তাঁতী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদে যাহারা নির্বাচিত হইবেন তাহাদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতাসমূহ নিম্নরূপ হইবে :—

(১) প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে।—কোন প্রাথমিক সমিতির একজন সাধারণ সদস্য যদি তাহার সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য হইতে চান তবে তাহাকে অবশ্যই :

(ক) সমিতির কার্যকরী এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে;

(খ) ১৮ বছর কিংবা তদূর্ধ বয়সের হইতে হইবে;

(গ) সাধারণ সদস্য হিসাবে সমিতিতে তাহার সদস্যপদের বয়স কমপক্ষে ১২ (বার) মাস হইতে হইবে;

(ঘ) নৈতিক অপরাধের জন্যে কখনও কারাবাস ভোগ করেন নাই এমন হইতে হইবে;

(ঙ) সমিতির পাওনা ঋণ, অগ্রিম বা অন্য কোন দেনা সম্পূর্ণ কিংবা কিস্তীর সম্পূর্ণ অংশ যথাসময়ে পরিশোধ করিতে হইবে। অন্ততঃ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার আগে অবশ্যই তাহা পরিশোধ করিতে হইবে;

(চ) সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারী হওয়া চলিবে না অথবা সমিতিতে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা যাইবে না;

(ছ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্ক সাব্যস্ত হন নাই এমন হইতে হইবে; এবং

(জ) সমিতির কোন লাভজনক চুক্তির অংশীদার হওয়া বা ইহার সাথে জড়িত থাকা চলিবে না।

(২) মাধ্যমিক ও জাতীয় সমিতির ক্ষেত্রে।—মাধ্যমিক বা জাতীয় সমিতির বেলায় কোন সভ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বা কর্মকর্তা হইতে পারিবেন যদি—

(ক) তিনি প্রাথমিক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য হন এবং যে সমিতি হইতে তিনি প্রতিনিধিত্ব করিবেন সেই সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন;

(খ) তাহার সমিতি কমপক্ষে বার মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট বা জাতীয় সমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত হয়;

(গ) তাহার সমিতি যদি প্রাথমিক সমিতি হয়, তাহা হইলে মাধ্যমিক সমিতির যাবতীয় পাওনা তথা ঋণ, অগ্রিম, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদির শতকরা ৭৫% ভাগ পরিশোধ করা থাকে, আর যদি মাধ্যমিক সমিতি হয়, তাহা হইলে জাতীয় সমিতির সকল প্রকার পাওনা তথা ঋণ, অগ্রিম এবং দ্রব্যমূল্যের শতকরা ৫০% পরিশোধ করা থাকে। কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।

(৩) সরকারী প্রতিনিধির যোগ্যতা।—সরকার যে সমিতির শেয়ার হোল্ডার, সেখানে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে ভোট প্রদান কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

২৪। ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য।—(১) কমিটির ক্ষমতা।—ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন ঃ—

(ক) নতুন সদস্য ভর্তিকরণ;

(খ) কোন সদস্যের জরিমানা করা, সাময়িক বরখাস্তকরণ বা বহিষ্কারকরণ;

(গ) সমিতির তহবিল গঠন বা তহবিল সংগ্রহকরণ;

(ঘ) সমিতির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে বেতনভুক্ত কিংবা বেতনহীন কর্মচারী নিয়োগকরণ ও কর্মচারীদের কর্তব্য নির্ধারণ;

(ঙ) সমিতির দেনা পরিশোধ বা পাওনা আদায় সম্পর্কে অবস্থা বিশেষে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনে মামলা মকদ্দমা পরিচালনা বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) শেয়ার খরিদের আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;

(ছ) ঋণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণ এবং জামানত ধার্যকরণ এবং;

(জ) প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাপারে উপ-কমিটি নিয়োগকরণ ও তাহাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নেবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবেনঃ—

(গ) সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবার জন্যে (১) সমিতির বার্ষিক কার্যবিবরণী এবং (২) আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ;

(ঘ) অডিটের জন্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত অডিট অফিসারের নিকট হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনসমূহ পেশকরণ;

(ঙ) চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধির নির্দেশিত ছকে বিভিন্ন বিবরণী ও প্রতিবেদন-সমূহ পেশকরণ;

(চ) সমিতির খাতা পত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি নিয়মিত ও সময়মত লিপিবদ্ধকরণ;

(ছ) সদস্যের তালিকা বহি হাল নাগাদ সংরক্ষণ;

(জ) সমিতির রেকর্ডপত্র পরিদর্শনকারী যে কোন কমকর্তার সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান;

(ঝ) প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভা আহবানকরণ;

(ঞ) যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা আহবানকরণ;

(ট) ঋণ ও অগ্রিমের টাকা যে উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় তাহার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং যথাসময়ে ইহার আদায় ও পরিশোধ নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) বকেয়া ও খেলাপী ঋণ কিংবা অগ্রিম আদায় ও পরিশোধের ব্যাপারে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ড) সাধারণ সভায় অর্পিত অন্যান্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

২৫। কমিটির সদস্যপদের অবসান ও অপসারণ।—(১) কমিটির সদস্যপদের অবসান।—নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের অবসান ঘটিবেঃ—

(ক) কমিটির সদস্য পদের যোগ্যতাসমূহ থেকে কোন একটি যোগ্যতা হারাইলে;

(খ) কমিটির সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিলে; অথবা

(গ) মৃত্যুবরণ করিলে।

(২) কমিটির সদস্যপদে অপসারণ।—নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে কোন সমিতির কর্তৃপক্ষ তথা ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যকে তার সদস্যপদ হইতে অপসারণ করা যাইবেঃ—

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন নির্বাচিত সদস্যকে বিশেষ সাধারণ সভায় প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে বহিষ্কার করা যাইবে। তবে চেয়ারম্যান বা তাঁহার কর্তৃক মনোনীত/নিয়োগকৃত সভাপতি বা সদস্যের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) সভাপতির লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কমিটির কোন সদস্য যদি কমিটির ছয়টি সভায় একাধারে অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তাহাকে অপসারিত করিতে পারিবেন।

২৬। ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিলকরণ।—(১) সমিতির সম্পদের অপব্যবহার, তহবিল তছরুপ, বেআইনী কার্যকলাপ সংঘটন ও নিষ্ক্রীয়তাজনিত অযোগ্যতা ও দুর্নীতির দায়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) অডিট, পরিদর্শন, অথবা অনুষ্ঠিত কোন তদন্তের ফলাফল দৃষ্টে যদি চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধির এই মর্মে প্রতীতি জন্মে এবং তাহা তিনি লিপিবদ্ধ আকারে পরিবেশন করেন যে, কোন সমিতি দেউলিয়াগনায় ভুগিতেছে অথবা ইহার ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনার অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে কিংবা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড তাঁতী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) (ক) কোন সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি বাতিল করা হয়, তাহা হইলে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি এড হক কমিটি নিয়োগ করা হইবে।

(খ) এড হক কমিটি ইহার মেয়াদ কালের মধ্যে বিধি মোতাবেক সমিতির নুতন ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়-পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

২৭। প্রেষণে বোর্ডের কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান।—কোন সমিতির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে চেয়ারম্যান সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা প্রয়োজনবোধে বোর্ডের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কোন সমিতিতে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবেন। এইরূপ নিয়োগকৃত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সমিতির উপ-বিধির দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৮। নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ।—ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যাদের সংখ্যানুপাতে সমিতির কার্যকরী এলাকাকে সমিতির উপ-বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করিতে হইবে। তবে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ সমগ্র এলাকা হইতে সদস্যাদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

২৯। সভা আহবানের নোটিশ প্রদান।—

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সকল সাধারণ সভা তথা বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(খ) সমিতির উপ-বিধিতে অন্য রকম কিছু না থাকিলে সাধারণ সভার নোটিশে সভার

(গ) সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিষ্কার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সকল সদস্যের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে,

(ঘ) সমিতির উপ-বিধি মোতাবেক সাধারণতঃ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পাদক সভা আহবানের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি নোটিশ প্রেরণ করিবেন;

(ঙ) সভার নোটিশ পিয়ন বহিতে কিংবা রেজিস্টার্ড ডাকে অথবা সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এ প্রেরণ করিতে হইবে।

৩০। সাধারণ সভা।—বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হইবে ঃ—

(ক) অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনাও অনুমোদন;

(খ) পরবর্তী বছরের বাজেট অনুমোদন;

(গ) বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন;

(ঘ) সমিতির উপ-বিধি মোতাবেক অন্যান্য আলোচ্যসূচী।

৩১। বার্ষিক সাধারণ সভা।—কোন তাঁতী সমিতি নিবন্ধনকৃত হওয়ার পর প্রতি আর্থিক বৎসরে (জুলাই হইতে জুন) একবার উহার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমিতির সাধারণ সভ্যগণের উপস্থিতিতে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৩২। বিশেষ সাধারণ সভা।—কোন বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাইবে।

৩৩। তলবী সভা।—

(ক) কমিটি সমিতির উপ-বিধিতে উল্লিখিত সংখ্যক সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ তলবী সভা অনুষ্ঠানের জন্যে কমপক্ষে ৭ দিনের সময় দিয়া সভাপতিকে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যকে নোটিশ প্রদান করতঃ অনতিবিলম্বে উক্ত বিশেষ তলবী সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) বিশেষ তলবী সভার দাবীকারী সদস্যগণ কি উদ্দেশ্যে তলবী সভা অনুষ্ঠানের দাবী করিয়াছেন নোটিশে তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে;

(ঘ) তলবী সভায় উক্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় আলোচিত হইবে না।

৩৪। সভার কোরাম।—

(ক) যদি সমিতির উপ-বিধিতে কোরাম অন্যভাবে নির্ধারিত না থাকে তবে সভার নোটিশ জারী করার দিন সমিতির মোট সভ্য সংখ্যার অন্যূন ১/৫ অংশ সভ্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে;

(খ) নির্ধারিত সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে সভা মুলতবী ঘোষণা করা হইবে;

(গ) মুলতবী সভা সাতদিন পর একই দিনে, একই সময়ে ও একই স্থানে পুনঃ অনুষ্ঠিত হইবে, তবে বিশেষ কোন কারণ বশতঃ মুলতবী সভা যদি সেইভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই ২১ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) মুলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাঁতী সমিতি পরিদর্শন ও তদন্ত

৩৫। পরিদর্শনের ক্ষমতা।—চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি যে কোন তাঁতী সমিতি পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৩৬। পরিদর্শন প্রতিবেদন।—পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তৈয়ার করিতে হইবেঃ—

(ক) সমিতির নাম ও ঠিকানা;

(খ) নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ;

(গ) পরিদর্শনের তারিখ, পূর্বে কেউ পরিদর্শন করিয়া থাকিলে তাহার নাম ও তারিখ;

(ঘ) সমিতির উদ্দেশ্যসমূহ ও উহার কার্যকরী এলাকা;

(ঙ) সমিতির সদস্য সংখ্যা, ব্যবস্থাপনা কমিটি, পদবী ও নির্বাচনের তারিখ;

(চ) সমিতির কার্যকরী মূলধন—

(১) নিজস্ব পুঁজি (শেয়ার ও অন্যান্য);

(২) হাওলাতি পুঁজি (সঞ্চয় আমানত ও অন্যান্য);

(ছ) ঋণদান ও আদায়ের পরিমাণ;

(জ) বার্ষিক অডিট ও চলতি অডিট হইয়াছে কি না;

(ঝ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ;

(ঞ) পূর্বে পরিদর্শন মন্তব্যে উল্লিখিত দোষ-ত্রুটির সংশোধন হইয়াছে কি না;

(ট) অডিট নোটে উল্লিখিত দোষ-ত্রুটির সংশোধন হইয়াছে কি না; এবং

(ঠ) তাঁতী সমিতি বিধি ও উপ-বিধির কোন ধারার লংঘন হইয়াছে কি না।

৩৭। পরিদর্শন সুপারিশ বাস্তবায়ন।—সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিদর্শনের প্রতিবেদন এর এক প্রস্ত সংশ্লিষ্ট সমিতি, এক প্রস্ত ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক, জাতীয় ও মাধ্যমিক সমিতি এবং অপর এক প্রস্ত চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সুপারিশ বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৮। অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শন।—অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংক এবং জাতীয় অথবা মাধ্যমিক সমিতি উহার সদস্যভুক্ত যে কোন ঋণ গ্রহণকারী তাঁতী সমিতি পরিদর্শন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পরিদর্শন শুধু চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির প্রত্যায়নের ভিত্তিতেই করা যাইবে।

৩৯। অভিযোগ তদন্ত।—কোন তাঁতী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি উহার কার্যাবলী সম্পাদনে অযোগ্যতা প্রদর্শন করে, সমিতির স্বার্থ হানিকর কোন কাজ করে, তহবিল তছরূপ কিংবা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই মর্মে চেয়ারম্যান জানিতে পারেন কিংবা তাঁহার নিকট কোন প্রকার অভিযোগ আসিলে তিনি তখন নিজে অথবা তাঁহার লিখিত আদেশবলে তাঁহার মনোনীত কর্মকর্তা দ্বারা সেই সমিতি তদন্ত করাইবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমিতির হিসাব পদ্ধতি ও নিরীক্ষা

৪০। হিসাবরক্ষণ বিষয়ক দায়-দায়িত্ব।—সমিতির হিসাবরক্ষণসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকিবেন সমিতির সম্পাদক।

৪১। হিসাবের সময় ও হিসাব দাখিলকরণ।—চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক অন্য রকম কিছু নির্ধারিত না হইলে, প্রতিটি অর্থ বৎসরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সময়কে সমিতির হিসাবের সময় গণ্য হইবে। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে প্রতিটি সমিতির হিসাব নির্ধারিত ছকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

৪২। হিসাবের বহিসমূহ।—প্রতিটি সমিতি নিম্নলিখিত বহিসমূহ সংরক্ষণ করিবে :—

(ক) জমা-খরচ বহি;

(খ) সাধারণ বহি,

(গ) শেয়ার বহি,

(ঘ) আমানত বহি,

(ঙ) ঋণ গ্রহণ বহি,

(চ) ঋণ প্রদান বহি।

প্রয়োজন বোধে অন্যান্য বহিও সংরক্ষণ করা যাইবে।

৪৩। ব্যালান্স শীট তৈরীকরণ।—বৎসরান্তে সমিতির দায় ও সম্পদের হিসাব সম্বলি ব্যালেন্স শীট তৈরী করিতে হইবে। ব্যালেন্স শীটে সমিতির সমস্ত দায় ও সম্পদে সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪৪। সমিতির হিসাব নিরীক্ষা।—(১) সমিতির প্রতিটি অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষ করা হইবে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচার কর্তৃক এই নিরীক্ষা কার্য পরিচালিত হইবে।

(২) নিরীক্ষা কার্য্য সমাপনান্তে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমিতির হিসাব বিবরণীস নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি এবং চেয়ারম্যান এর নিকট দাখিল করিে হইবে।

৪৫। নিরীক্ষার স্থান।—সমিতির রেজিস্টার্ড ঠিকানায় নিরীক্ষা কার্য পরিচালিত হইবে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির অনুমতি সাপেক্ষে সমিতি রেকর্ডপত্র তলব করিয়া আনিয়াও কোন নির্ধারিত স্থানে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা ক যাইবে।

৪৬। নিরীক্ষার ফি।—(১) সংশ্লিষ্ট সমিতি নিরীক্ষা ফি পরিশোধ করিবে।

(২) প্রাথমিক সমিতি ইহার মোট মুনাফার শতকরা ৫ ভাগ হারে অডিট ফি পরিশো করিবে। এই ফি অন্য রকম কিছু নির্ধারিত না হইলে টাঃ ২,০০০ এর অধিক হইবে না

৪৭। নিরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি।—নিরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি বলিতে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে দেওয় নিরীক্ষার নোটিশকে বুঝাইবে। চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক অন্য কে আদেশ না থাকিলে নিরীক্ষা শুরু করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে নিরীক্ষার নোটি প্রদান করা হইবে।

৪৮। নিরীক্ষা কাজে সহযোগীতা।—(১) নিরীক্ষা পরিচালনাকালে সমিতির কর্মকর্তা এ কর্মচারীগণকে নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় সকল প্রকার তথ্য বিবরণী প্রস্তুতকরনসহ প্রয়োজনী সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

(২) ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ কার্যকরী মূলধন সম্বলিত সমিতিতে একটি আভ্যন্তরী নিরীক্ষা সেল থাকিবে যাহা সমিতির হিসাব নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা করিবে।

৪৯। নিরীক্ষা সংশোধনী রিপোর্ট।—সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরীক্ষকের নিক হইতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাইবার এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদনে নির্দেশিত দোষ-ত্র সংশোধনকরতঃ চেয়ারম্যান এর নিকট সংশোধনী রিপোর্ট দাখিল করিবে।

৫০। নিরীক্ষা প্রত্যায়নপত্র।—নিরীক্ষক নিরীক্ষা কার্য সম্পন্নকরতঃ প্রত্যায়নপত্র প্রদ করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমিতির সম্পদ ও তহবিল, ব্যবসা ও লভ্যাংশ বণ্টন

৫১। সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ।—সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সমিতির সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে হইবে।

৫২। তহবিল গঠন।—সমিতির সদস্যদের ভর্তি ফি, চাঁদা, শেয়ার, দান ও অনুদান এবং সম্পত্তির আয় দ্বারা সমিতির তহবিল গঠিত হইবে।

৫৩। সদস্য ফি।—সমিতির উপ-বিধিতে অন্য কিছু না থাকিলে প্রতি সদস্যকে কমপক্ষে টাঃ ২০ করিয়া ভর্তি ফি জমা দিতে হইবে।

৫৪। শেয়ার।—সমিতির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য টাঃ ১০০ (একশত) টাকা হইবে।

৫৫। সঞ্চয় আমানত।—সমিতির সদস্যদের নিকট হইতে সঞ্চয়ী আমানত গ্রহণ করা হইবে। এই আমানত দৈনিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাষিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করা যাইবে।

৫৬। ঋণ।—সমিতির ব্যবসা পরিচালনার জন্য এবং সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিতরণের জন্য সমিতি অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান যা সরকারের নিকট হইতে নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ঋণের উদ্দেশ্য ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

৫৭। দান/অনুদান/চাঁদা।—সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত কোন উৎস হইতে দান/অনুদান/চাঁদা গ্রহণ করা যাইবে।

৫৮। তহবিল বিনিয়োগ।— সমিতি ইহার তহবিল যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা রাখিতে পারিবে, এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া চেয়ারম্যানের অনুমোদিত প্রকারে তহবিল বিনিয়োগ করা যাইবে।

৫৯। মজুত তহবিল এবং ইহার ব্যবহার।—(১) সমিতি ইহার নীট লাভের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ বা তাহার বেশী প্রতি বৎসর মজুত তহবিল হিসাবে জমা করিবে।

(২) মজুত তহবিলের কোন অংশই সাধারণতঃ কোন ব্যবসায় খাটানো যাইবে না। তবে চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির অনুমতিক্রমে এই তহবিল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহে ব্যবহার করা যাইবেঃ

(ক) সমিতির লোকসান পুরণ করিতে; তবে শর্ত থাকিবে যে, এই টাকা সমিতির লাভ হইতে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে;

(খ) সমিতির কোন আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে যখন অপর কোন উপায়ে মিটানো যাইবে না; তবে এইভাবে গৃহীত টাকা নতুন চাঁদা আসিলেই পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে; এবং

(গ) সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত ঋণ চুক্তির জামিন হিসাবে।

(৩) চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে মজুত তহবিলের নিম্নবর্ণিত অংশ সমিতি ইহার ব্যবসায় ব্যবহার করিতে পারিবে ঃ

(ক) নিজস্ব তহবিল কর্জ করা মূলধনের চেয়ে কম হইলে, মজুত তহবিলের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত;

(খ) নিজস্ব মূলধন কর্জ করা মূলধনের সমান অথবা তদপেক্ষা বেশী হইলে মজুত তহবিলের অর্ধেক পর্যন্ত;

(গ) কোন কর্জ করা মূলধন না থাকিলে সম্পূর্ণ মজুত তহবিলের টাকা সমিতির ব্যবসায় ব্যবহৃত না হইলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্থায়ী/সঞ্চয়ী মূলধন হিসাবে জমা রাখা যাইবে। চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে মজুত তহবিলের অর্থ বেসরকারী ব্যাংকেও স্থায়ী/সঞ্চয়ী আমানত হিসাবে রাখা যাইবে।

৬০। ব্যবসা পরিচালনা।—সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির সংগৃহীত অর্থ দিয়া কোন লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করা যাইবে।

৬১। ব্যবসার দায়-দায়িত্ব নিরূপন।—সমিতির ব্যবসা পরিচালনার সার্বিক দায়-দায়িত্ব সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিকেই বহন করিতে হইবে।

৬২। লভ্যাংশ ঘোষণা ও পরিশোধ।—(১) সাধারণ সভার অধিবেশনে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইবে। কিন্তু কোন লভ্যাংশের পরিমাণ ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশকৃত হারের বেশী হইবে না।

(২) নীট লাভের যে অংশ বাস্তবিক আদায় হইয়াছে এবং অডিটর কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই সমস্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে।

(৩) লভ্যাংশ ঘোষিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি লভ্যাংশ দাবী না করেন, তাহা হইলে প্রাপকের নামে নিয়ম মত নোটীশ জারী করিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি ইচ্ছা করিলে সেই লভ্যাংশ সমিতিতে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আর লভ্যাংশ দিতে হইবে না।

(৪) কোন লভ্যাংশের জন্য সমিতিকে সুদ দিতে হইবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

সমিতি একত্রিকরণ, বিভক্তিকরণ ও বিলুপ্তিকরণ

৬৩। সমিতি একত্রিকরণ।—তাঁতী সমিতিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া শক্তিশালী করিবার লক্ষ্যে বৃহত্তর কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্রাকার সমিতিকে একত্রিত করিয়া একটি বড় তাঁতী সমিতি গঠন করা যাইবে।

(জ) নিবন্ধন সনদপত্র মূল সমিতির সম্পদ ও দায় নূতন সমিতিসমূহের নিকট অর্পণ বা ন্যস্ত করিবার ক্ষেত্রে একটি হস্তান্তর দলিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৭। সমিতি বিলুপ্তিকরণ।--কোন সমিতির কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে এবং ভবিষ্যতে ইহার উন্নতির সম্ভাবনা নাই এই সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে সমিতিকে বিলুপ্তি-করণ করা যাইবে।

৩৮। সমিতি বিলুপ্তিকরণের প্রক্রিয়া।--নিম্নলিখিত কারণ ও প্রক্রিয়ায় কোন সমিতিকে বিলুপ্ত করা যাইবে ঃ--

(ক) সমিতি পরিদর্শন অথবা তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যদি প্রতীয়মান হয় যে, সমিতির আর্থিক অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন, ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ এবং তাহা কাটাইয়া উঠা আদৌ সম্ভব নহে;

(খ) এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ ৩/৪ সভ্য যদি সমিতিটি বিলুপ্তিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে;

(গ) সমিতির অংশগত মূলধন বা সঞ্চয় আমানত ৫০০ টাকার উর্দ্ধে না হইলে;

(ঘ) সমিতির নিবন্ধনের তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে সমিতির কোন কাজ-কর্ম আরম্ভ করা না হইলে অথবা কাজকর্ম আরম্ভ করিবার পর পুনরায় ১৮মাস যাবৎ কাজকর্ম বন্ধ থাকে; অথবা

(ঙ) সমিতিতে আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হইলে।

৩৯। সমিতির বিলুপ্তির আদেশ প্রদানের পদ্ধতি।--নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কোন সমিতিকে বিলুপ্তির আদেশ প্রদান করা যাইবেঃ--

(ক) কোন সমিতিকে বিলুপ্তিকরণের আদেশ প্রদানের পূর্বে সমিতি কেন বিলুপ্তি করা হইবে না, এই মর্মে চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি সমিতিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করিবেন।

(খ) সমিতি বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সমিতির দায়-দেনার পরিমাণ যদি ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার উর্দ্ধে হয় তাহা হইলে উক্ত আদেশ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে অন্যথায় চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি তাহার বিবেচনা মতে স্থানীয়ভাবে তাহা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(গ) সমিতি বিলুপ্তির আদেশ চেয়ারম্যান এর প্রতিনিধি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে এবং যদি উক্ত সমিতি কোন ঋণ সরবরাহকারী সংস্থার ঋণ গ্রহণকারী হয় তবে উক্ত সংস্থাকে আদেশের অনুলিপি একই পদ্ধতিতে প্রেরণ করিতে হইবে।

৭০। সমিতি-বিলুপ্তির আদেশ কার্যকরণ।--(ক) সমিতি বিলুপ্তির আদেশ জারীর তারিখ হইতে ২ মাসের মধ্যে সমিতির যে কোন সদস্য কর্তৃক চেয়ারম্যান এর নিকট পুনর্বিবেচনার আদেশ পেশ করা যাইবে।

(খ) যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন পুনর্বিবেচনার আবেদন পেশ না করা হয়, তাহা হইলে ৫ মাস অতিক্রমের পর বিলুপ্তির আদেশ কার্যকর হইবে।

(গ) পুনর্বিবেচনার আবেদন পেশ করিবার ক্ষেত্রে তাহা নামঞ্জুরের তারিখ হইতে বিলুপ্তি আদেশ কার্যকর হইবে।

৭১। লিকুইডেটর নিয়োগ/অপসারণ।--(ক) চেয়ারম্যান সমিতি বিলুপ্তিকরণের জন্য একজন লিকুইডেটর নিয়োগ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে একজন লিকুইডেটর অপসারণ করিয়া অন্য একজন লিকুইডেটর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(খ) সমিতির দায়-দেনা ২৫ হাজার টাকার উর্দ্ধে হইলে ঐ সকল সমিতির লিকুইডেটর নিয়োগ দান কিংবা অপসারণ দেশ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে। অন্যথায় চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির বিবেচনামতে স্থানীয়ভাবে তাহা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭২। লিকুইডেটরের ক্ষমতা ও কাজের পদ্ধতি।--(ক) নিয়োগ প্রাপ্ত লিকুইডেটর সমিতির যাবতীয় নগদ অর্থ, সম্পদ, দলিলপত্র ও রেকর্ডপত্রাদি জব্দ করিবেন।

(খ) চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধির আদেশক্রমে লিকুইডেটর সমিতি গুটানোর প্রয়োজনে সমিতির পক্ষে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন এবং বিশেষভাবে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি সম্পাদন করিবেন :

(অ) প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরসহ মামলা পরিচালনা ও আইনানুগ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(আ) সমিতির বর্তমান, অতীত কিংবা মৃত সদস্যদের নিকট সমিতির কি কি পাওনা আছে তাহা নির্ধারণ করিবেন;

(ই) সমিতি বিলুপ্তির ব্যয় নিরূপণ করিবেন এবং উহা সদস্যরা কি হারে বহন করিবে তাহা নির্ধারণ করিবেন।

৭৩। লিকুইডেটরের ভাতা।--সমিতি বিলুপ্তির কাজে কোন সহকারী (ক্লার্ক) নিয়োগজনিত খরচ, অফিস ভাড়া এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত খরচসমূহের বিনিময়ে চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমাণ অর্থ পারিশ্রমিক ভাতা হিসাবে লিকুইডেটর গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে অনুরূপ ব্যয় নির্বাহের পূর্বে চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

৭৪। নোটিশ জারী।--লিকুইডেটর সমিতির যাবতীয় রেকর্ডপত্র জব্দ করিবার পর চেয়ারম্যান বা তাহার নির্ধারিত প্রতিনিধির নির্দ্ধারিত ছক/আদেশ মোতাবেক সমিতির সদস্যগণকে সমিতিতে তাহাদের কোন দাবি থাকিলে তাহা ১ মাসের মধ্যে অবহিত করিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন।

(আ) সদস্যদের ক্রয়কৃত শেয়ার আনুপাতিক হারে মুনাফা প্রদান;

(ই) সমিতি বিলুপ্তিকরণের সময় শেয়ারের উপর বার্ষিক সর্বোচ্চ ১৫% হারে সদস্যদের লভ্যাংশ বিতরণ;

(ঈ) তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয়করণ।

৮১। লিকুইডেটর কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা আদায়ের অগ্রাধিকার।—লিকুইডেটর কর্তৃক ধার্যকৃত দায়-দেনা সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেনা পরিশোধের পরে অগ্রাধিকার পাইবে।

৮২। চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল।—লিকুইডেটর সমিতি বিলুপ্তিকরণের চূড়ান্ত রিপোর্ট সমিতি বিলুপ্তির কার্যবিবরণীসহ চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির নিকট দাখিল করিবেন।

৮৩। নিবন্ধন বাতিল কিংবা পুনর্জীবিতকরণ।—চেয়ারম্যান লিকুইডেটরের চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক সমিতির নিবন্ধন বাতিল কিংবা সমিতি পুনর্জীবিত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

৮৪। বিলুপ্ত সমিতির অডিট।—(ক) লিকুইডেটর কর্তৃক রক্ষিত সমিতির হিসাব-পত্র চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির ইচ্ছানুসারে করা হইবে।

(খ) এইরূপ নীরিক্ষার জন্য লিকুইডেটর চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক নির্ধারিত অডিট ফিস পরিশোধ করিবেন।

৮৫। সমিতি বিলুপ্তিকরণের কাজঃ

সমাপ্তির মেয়াদ।—(ক) সমিতির বিলুপ্তির কার্যাদেশ জারীর তারিখ হইতে ১ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(খ) লিকুইডেটরের প্রয়োজনবোধে সমিতি বিলুপ্তিকরণের কাজ শেষ করিবার জন্য চেয়ারম্যান-এর নিকট আবেদনের মাধ্যমে ১ বৎসর করিয়া সর্বমোট ৫ বৎসর পর্যন্ত সময় বর্ধিত করাইতে পারিবেন।

৮৬। খাতাপত্র ও রেকর্ডপত্র হস্তান্তর।—(ক) সমিতি বিলুপ্তিকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবার পর লিকুইডেটর সমিতির সকল খাতাপত্র, রেকর্ডপত্র ও হিসাবাদি এবং লিকুইডেটর কর্তৃক গুটানো, প্রণীত ও সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(খ) বিলুপ্তির আদেশ প্রত্যাহারের তারিখ হইতে ৩ বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে বিলুপ্তি সম্পর্কিত কোন দায়-দায়িত্ব লিকুইডেটরের অথবা চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি কিংবা রেকর্ড সংরক্ষকের থাকিবে না।

৭৫। রিপোর্ট দাখিলকরণ।--চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধি বিভিন্ন ছক মোতাবেক তাহার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কোন রিটার্ন বা বিবরণী চাহিলে লিকুইডেটর তাহা দাখিল করিবেন।

৭৬। সদস্য ও পাওনাদারদের সভা।--লিকুইডেটর যে কোন সময়ে সমিতির সদস্য ও পাওনাদারদের লইয়া ভিন্নভাবে কিংবা যৌথভাবে সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সভা অনুষ্ঠানের স্থান ও সময় লিকুইডেটর তাহার সুবিধামত নির্ধারণ করিবেন।

৭৭। সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য নোটিশ জারী।—(ক) লিকুইডেটর কর্তৃক কাহারও সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা কোন দলিল উপস্থাপনা করিবার প্রয়োজন হইলে যে কোন ব্যক্তির উপর সমন জারী করিতে পারিবেন এবং তাহা জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজিলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর মাধ্যমে জারী করিতে হইবে।

(খ) লিকুইডেটর যাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন তাহাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দলিল আকারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৭৮। সার্টিফিকেট পদ্ধতিতে পাওনা আদায়।—সমিতির কোন পাওনা আপোষে আদায় না হইলে লিকুইডেটর ১৯১৩ সালের পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভারি এ্যাক্ট অনুসারে নির্ধারিত ছক মোতাবেক সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট লিখিত আবেদন-ক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে লিকুইডেটরকে সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৭৯। ব্যাংক হিসাব খোলা।—(ক) লিকুইডেটর চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে সমিতির হিসাব খুলিবেন।

(খ) সংশ্লিষ্ট হিসাবে সমিতির যাবতীয় প্রাপ্ত অর্থ জমা করিবেন।

(গ) যাবতীয় খরচ চেক কিংবা স্বাক্ষরিত উত্তোলন আদেশের মাধ্যমে পরিশোধ করিবেন লিকুইডেটরকে এতদসংক্রান্ত হিসাবাদির যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৮০। সম্পদ বিতরণ।--(ক) অডিট ফিস, সমিতি বিলুপ্তিকরণের যাবতীয় খরচ, চার্জ ও লিকুইডেটরের ভাতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্যান্য দাবী মিটানোর পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) সমিতির দেনা পরিশোধ করিবার পর সমিতির নিজস্ব মূলধন ব্যতিরেকে যদি কোন বাড়তি সম্পদ লিকুইডেটরের কাছে থাকে, তবে তাহা চেয়ারম্যান বা তাহার নির্ধারিত প্রতিনিধির অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে ব্যয় করা যাইবে—

(আ) সদস্যদের ক্রয়কৃত শেয়ার আনুপাতিক হারে ফেরত প্রদান;

(ই) সমিতি বিলুপ্তিকরণের সময় শেয়ারের উপর বার্ষিক সর্বোচ্চ ১৫% হারে সদস্যদের লভ্যাংশ বিতরণ;

(ঈ) তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয়করণ।

৮১। লিকুইডেটর কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা আদায়ের অগ্রাধিকার।—লিকুইডেটর কর্তৃক ধার্যকৃত দায়-দেনা সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেনা পরিশোধের পরে অগ্রাধিকার পাইবে।

৮২। চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল।—লিকুইডেটর সমিতি বিলুপ্তিকরণের চূড়ান্ত রিপোর্ট সমিতি বিলুপ্তির কার্যবিবরণীসহ চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির নিকট দাখিল করিবেন।

৮৩। নিবন্ধন বাতিল কিংবা পুনর্জীবিতকরণ।—চেয়ারম্যান লিকুইডেটরের চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক সমিতির নিবন্ধন বাতিল কিংবা সমিতি পুনর্জীবিত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

৮৪। বিলুপ্ত সমিতির অডিট।—(ক) লিকুইডেটর কর্তৃক রক্ষিত সমিতির হিসাব-পত্র চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির ইচ্ছানুসারে করা হইবে।

(খ) এইরূপ নীরিক্ষার জন্য লিকুইডেটর চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক নির্ধারিত অডিট ফিস পরিশোধ করিবেন।

৮৫। সমিতি বিলুপ্তিকরণের কাজঃ

সমাপ্তির মেয়াদ।—(ক) সমিতির বিলুপ্তির কার্যাদেশ জারীর তারিখ হইতে ১ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(খ) লিকুইডেটরের প্রয়োজনবোধে সমিতি বিলুপ্তিকরণের কাজ শেষ করিবার জন্য চেয়ারম্যান-এর নিকট আবেদনের মাধ্যমে ১ বৎসর করিয়া সর্বমোট ৫ বৎসর পর্যন্ত সময় বর্ধিত করাইতে পারিবেন।

৮৬। খাতাপত্র ও রেকর্ডপত্র হস্তান্তর।—(ক) সমিতি বিলুপ্তিকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবার পর লিকুইডেটর সমিতির সকল খাতাপত্র, রেকর্ডপত্র ও হিসাবাদি এবং লিকুইডেটর কর্তৃক গুটানো, প্রণীত ও সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(খ) বিলুপ্তির আদেশ প্রত্যাহারের তারিখ হইতে ৩ বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে বিলুপ্তি সম্পর্কিত কোন দায়-দায়িত্ব লিকুইডেটরের অথবা চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি কিংবা রেকর্ড সংরক্ষকের থাকিবে না।

তফসিল

ফরম-১

[illegible]

জনাব,

আমরা [illegible] উপ-বিধিসমূহ বিষয়ে একমত হইয়া Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (LXIII of 1977) এর অধীন একটি সীমিত/[illegible] নিবন্ধন লাভ করিবার জন্য আবেদন করিতেছি।

এই সমিতির নাম——————ইহার অফিস——————
পোস্ট অফিস——————ইউনিয়ন পরিষদ——————
উপজিলা/থানা——————জিলা——————।

আমরা এই [illegible] যে, আমাদের সদস্যদের কাহারও বয়স ১৮ বৎসরের কম নয়। [illegible] করিতেছি যে, ১৮ বৎসরের কম বয়সের কাহাকেও [illegible] কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে এই ঘোষণার [illegible]

নম্বর	নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীর নাম	পিতার নাম	পেশা	বয়স	বাসস্থান	আবেদনকারীর স্বাক্ষর।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

প্রস্তাবিত সমিতির নাম—

সদস্যের দায়-দায়িত্ব এর প্রকৃতি—

অংশভিত্তিক অথবা অংশবিহীন—

আবেদনকারীর সংখ্যা—

তাঁতী সমিতি—

প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নাম—

(১) ——————————(সভাপতি)

(২) ——————————(সহ-সভাপতি)

(৩) ——————————(সম্পাদক)

(৪) ——————————(যুগ্ম-সম্পাদক)

(৫) ——————————(কোষাধ্যক্ষ)

(৬) ——————————(আভ্যন্তরীণ হিসাবরক্ষক)

প্রয়োজনবোধে, নিবন্ধনের পূর্বে যাহার সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ

সংগঠকের নাম ও ঠিকানা ঃ

ক্ষমতাপ্রাপ্ত আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর

(১)

(২)

(৩)

তারিখ—

সংগঠকের স্বাক্ষর

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

ফরম-২

সমিতি, ঋণ ও আদায় শাখা

বাংলাদেশ, ঢাকা

নিবন্ধন সনদ ফরম

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান/সদস্য/মহাব্যবস্থাপক (সমিতি, ঋণ ও আদায়)

নিবন্ধনের (রেজিস্ট্রেশন) সার্টিফিকেট নম্বর———————————১৯৯১

ইউনিয়নস্থিত/উপজিলাস্থিত/জিলাস্থিত———————————স্থানে একটি

তাঁতী সমিতি নিবন্ধনের আবেদন বিষয়ে।

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (LXIII of 1977) এর অধীনে আমার দপ্তরে———————————নামক সমিতিকে একটি সীমিত/অসীম দায়যুক্ত তাঁতী সমিতি হিসাবে নিবন্ধন করা হইয়াছে এবং উক্ত সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত উপ-বিধিসমূহও যথাযথভাবে নিবন্ধিত হইয়াছে।

সমিতির কার্য এলাকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল:—

চেয়ারম্যান/সদস্য/মহাব্যবস্থাপক
(সমিতি, ঋণ ও আদায়)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

তারিখঃ এক হাজার নয়শত———

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড — ফরম-৩

সমিতি, ঋণ ও আদায় শাখা

বাংলাদেশ, ঢাকা

আদেশ নম্বর ঃ ____________________ তারিখ ঃ ____________________

তাঁতী সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২২(১)(ঘ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি, নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে ____________________ তাঁতী সমিতি লিঃ এর এডহক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি, সম্পাদক এবং পরিচালক পদে নিয়োগ করিলাম।

উক্ত পদসমূহে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আগামী ২ বৎসর সময়ের মধ্যে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান অথবা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন ঃ

১। ____________________ সভাপতি

২। ____________________ সহ-সভাপতি

৩। ____________________ সম্পাদক

৪। ____________________ পরিচালক

৫। ____________________ পরিচালক

৬। ____________________ পরিচালক

মহাব্যবস্থাপক (এস সি আর)